(১)শ্রেণী সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণা আলোচনা করো। অথবা

' এযাবৎ সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাস এক শ্রেণি- দ্বন্দ্বের ইতিহাস' মার্কসীয় এই মতবাদটি আলোচনা কর।

উত্তর: মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণীর ধারণা হলো সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। শ্রেণি হল মার্কসবাদের অন্যতম একটি মৌলিক ধারণা। শ্রেণীর আলোচনা থেকেই মার্কসীয় দর্শনের সূত্রপাত ঘটেছে। মার্কসীয় দর্শনে শ্রেণি হল একটি বিশেষ বিন্দু। এই বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত ও কার্যকর হয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ভাবাদর্শমূলক বিভিন্ন কাঠামো। মার্কসই প্রথম প্রলেতারীয় শ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণীর কথা বলেছেন।

মার্ক্স ও তার অনুগামী মার্ক্সবাদীরা শ্রেণিসংগ্রামকেই মানব ইতিহাসের মূল চালিকাশক্তি বলেছেন। মার্ক্স ও তার বন্ধু এঞ্জেল তাদের কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো (The Communist Manifesto)গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাবে বলেছেন, 'এযাবৎ সমস্ত মানবসমাজের ইতিহাস এক শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস।' আদিম শ্রেণীহীন সমাজের উচ্ছেদের পরবর্তী কালগুলিতে মানব সমাজের ইতিহাস এক নিরন্তর শ্রেণী-দ্বন্দের ইতিহাস এবং ঐ শ্রেণিদ্বন্দ্বই এ যাবৎ সমাজের গতি ও পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে চলেছে। মার্কসীয় অভিমত অনুসারে আদিম শ্রেণীহীন সমাজের বিলুপ্তির পর থেকেই শ্রেণীদ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে দাস-সমাজ সামন্ততান্ত্রিক সমাজে, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ধনতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ধনতান্ত্রিক সমাজ শ্রেণীহীন সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

মার্ক্স তার অধিকাংশ গ্রন্থে মানব গোষ্ঠীকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করলেও তার সর্বশেষ ও অসম্পূর্ণ ক্যাপিটাল গ্রন্থে, তৃতীয় খন্ডে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন যথা- (১) পুঁজিপতি বুর্জোয়া, যারা উৎপাদন সামগ্রীর মালিক এবং যারা বিনা শ্রমে, অপরের শ্রমের মাধ্যমে, উপার্জন করে;(২) আধা বুর্জোয়া, যারা উৎপাদন সামগ্রীর মালিক হলেও উপার্জনের জন্য নিজেদের শ্রমকেও নিয়োগ করে, এবং (৩)শ্রমজীবী শ্রমিক শ্রেণি যারা উৎপাদন সামগ্রী থেকে বঞ্চিত হয়ে উৎপাদন কার্যের জন্য নিজেদের সমস্ত শ্রম নিয়োগ করেও লভ্যাংশ থেকে বঞ্চিত হয় এবং জীবন ধারণের জন্য যৎসামান্য উপার্জন করে।

'ক্যাপিটাল' গ্রন্থে এপ্রকারে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ থাকলেও মার্কসবাদীরা শ্রেণী -দ্বন্দের ক্ষেত্রে মূলত দুটি শ্রেণীরই উল্লেখ করেন যথা (১)মালিক শ্রেণী ও (২)শ্রমিক শ্রেণী। মার্কসবাদীদের মতে, আদিম কৃষিভিত্তিক গোষ্ঠীসমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান কালের ধনতান্ত্রিক সমাজ- ব্যবস্থা পর্যন্ত মানব সমাজের ইতিহাস এক শ্রেণী- বৈষম্যের ইতিহাস— অভিজাত প্রভু ও দাসের, বিত্তবান ও সর্বহারার, মালিক ও শ্রমিকের, শোষক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। এক শ্রেণী যাবতীয় উৎপাদন সামগ্রীর মালিক ও সমস্ত লভ্যাংশের অধিকারী; অন্য শ্রেণী সর্বহারা নিঃস্ব, সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত। এ প্রকার অর্থনৈতিক শ্রেণী -বৈষম্যই ইতিহাসের গতিকে, সমাজের পরিবর্তনকে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে, নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করে চলেছে। 'মানুষের কোন চিন্তা,ভাব বা আদর্শ এর দ্বারা সমাজ পরিবর্তিত হয় না, বরং মানুষের চিন্তা,ভাব বা আদর্শ সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামো ও তজ্জনিত শ্রেণী -দ্বন্দের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।' এপ্রকার অভিমতের জন্য মার্ক্সীয় তত্ত্বকে 'অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণবাদ' বলা হয়।

মার্ক্স এবং মার্ক্সবাদীদের মতে, 'শ্রেণীচরিত্র উৎপাদন পদ্ধতি ওপর নির্ভরশীল; উৎপাদন পদ্ধতি আবার বিভিন্ন সমাজের ভিন্ন ভিন্ন কলাকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যার ওপর নির্ভরশীল।'বিভিন্ন যুগে শ্রেণীর উদ্ভব এভাবেই হয়েছে। আদিম শ্রেণীর সমাজে মানুষের অভাবের তুলনায় প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য থাকায় এক ও অভিন্ন গোষ্ঠীজীবন প্রচলিত ছিল এবং এই অবস্থায় যৌথসম্পত্তি- প্রথা প্রচলিত থাকায় 'শ্রেণীভেদ' বলে কিছু ছিল না। কিন্তু কালক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং মানুষের আগ্রাসী মনোভাবের ফলে সম্পদের অপ্রতুলতা অনিবার্য হয়ে পড়ে।এরই পরিনাম স্বরূপ,সম্প্রদায়ের মালিকানার জন্য, মানুষ ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ ও সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং পরাজিতরা বিজিতের দাসে পরিণত হয়। এইভাবে মানব সমাজে প্রথমে শ্রেণী ভিত্তিক 'দাস সমাজের' প্রবর্তন হয়।

এই সময়ে সমাজের দুটি প্রধান শ্রেণি হল— প্রভু বা অভিজাত সম্প্রদায় এবং মানবাধিকার বঞ্চিত দাস সম্প্রদায়। দাসেরা প্রভুর স্থাবর সম্পত্তির অন্তর্গত ছিল। মার্ক্স বিশ্বাস করেন যে বিপরীত মেরুর দুটি শ্রেণীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে একদিন সমাজে শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্রবাদের বা সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠা হবে।

তবে মার্ক্স মনে করেন যে, সমাজে দুটি শ্রেণী থাকলেই তাদের মধ্যে বিরোধ অনিবার্য হয় না যদি না শ্রেণী-চেতনার উন্মেষ হয়। শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যেককেই সর্বহারা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই যে তাদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত হবে এমন নয়। 'শ্রমিক শ্রেণীর প্রত্যেকেই যে মালিক শ্রেণীর দ্বারা শোষিত হয়ে চলেছে, যার অবসান প্রয়োজন'— এমন ভাব ও সংকল্প দেখা দিলে তবেই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী-চেতনা জাগ্রত হতে পারে এবং তখন তার স্বার্থ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে পারে।

শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী -চেতনার উন্মেষ হলে অর্থাৎ তারা তাদের সাধারণ স্বার্থ ও রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হলে তবেই তারা সুসংঘটিত হয় এবং শ্রেণী বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পদে অগ্রসর

হয়। মার্কসবাদী লেলিন বলেন যে কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান কাজই হল শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে শ্রেণী চেতনা জাগ্রত করে বিপ্লবের সূচনা করা এবং শ্লেহীন সমাজের দিকে অগ্রসর হওয়া।

মার্কসীয় তত্ত্বের সমালোচনা

'বিপ্লবাত্মক অভিযানের মধ্য দিয়ে শ্রমিক শ্রেণী একদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার উচ্ছেদ ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে'– মার্কসের এই ভবিষ্যৎবাণী অদ্যপি বাস্তবে কার্যকর হয়নি। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের ইতিহাসের দিকে তাকালে এটাই লক্ষ্য করা যায় যেসব দেশে একদা শ্রেণি-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সব দেশে আজ সমাজতন্ত্রবাদই উচ্ছেদ হতে চলেছে। পক্ষান্তরে শিল্প উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলি শ্রেণী-বৈষম্যকে স্বীকার করে ক্রমশঃই উন্নত হয়ে চলেছে। শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণী নানাপ্রকার শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের জীবনধারণের মানের প্রভূত উন্নতি সাধন করলেও বিপ্লবের পথ ধরে ধনতান্ত্রিক কাঠামোকে উচ্ছেদ করেননি। শ্রমিকদের আহার্য, বাসস্থান, জীবনধারণের মান ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত উন্নতির ফলে বর্তমানে শিল্পোন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে মালিক ও শ্রমিকের সম্পর্ক সহযোগিতার সম্পর্ক বিরোধিতার সম্পর্ক নয়।